# হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

# ম্যাজিক কিওর

ডাঃ চন্দন কুমার নাথ

# সূচীপত্র


**মাথার রোগ** ঃ মাথাব্যথা ঃ ১৭

ঠান্ডা লেগে মাথাব্যথা ঃ ১৮

রক্তসঞ্চয় জনিত মাথাব্যথা ঃ পাকাশয়িক রোগ জনিত ঃ পিত্তরোগ জনিত ঃ স্নায়বিক ঃ ১৯

জরায়ু রোগ জনিত মাথাব্য থা ঃ রাগ, ক্রোধ, ঝগড়া জনিত কারণে মাথাব্যথা ঃ সর্দিজনিত মাথাব্যথা ঃ ২০

মাথাব্যথার সংক্ষিপ্ত রেপার্টরী ঃ ২১

মাথার খুলিতে অর্বুদ ঃ মাথার অস্থিক্ষত ঃ মাথা ঘোরা ঃ ২২

মাথায় খুশকী ঃ মাথা উত্তপ্ত ঃ মাথায় ঠান্ডা বোধ ঃ ২৩

মাথা নাড়া/মাথা কম্পন ঃ মস্কিষ্কে পানি জমা ঃ মেনিঞ্জাইটিস ঃ ২৪

সান স্ট্রোক ঃ আলঝিমারস্ রোগ ঃ কপালে মাকড়সার জাল থাকা অনুভূতি ঃ চুল পড়া ঃ ২৫

চুলে জটা বাঁধা ঃ চুল পাকা ঃ মাথায় ঘাম ঃ মাথায় উদ্ভেদ উঠা ঃ মাথায় একজিমা ঃ ২৬-২৭

**চক্ষুরোগ** ঃ চক্ষু প্রদাহ / বেদনা ঃ চোখে আঘাত ঃ চোখের স্নায়ুশূল ব্যথা ঃ ২৭

চোখে আলোকাতংক ঃ চোখের পাতায় আঞ্জনী ঃ চোখে পিচুটি জমা ঃ চোখের পাতায় সিস্ট ঃ ২৮

চক্ষুর পাতা উল্টান ঃ চক্ষু লাল বর্ণ ঃ চক্ষুর বিভিন্ন উপসর্গ ঃ দৃষ্টিশক্তি কম ঃ অর্ধদৃষ্টি ঃ ডবল দেখা ঃ ২৯

টেরা দৃষ্টি ঃ দৃষ্টিশক্তি ঃ চক্ষুপত্রের পক্ষাঘাত ঃ চক্ষুপত্রের ফোলা ঃ চক্ষুপত্রে চুলকানি ঃ চক্ষুপত্রের নাচন/কম্পন ঃ ৩০

চোখে মাংসাংকুর জমা ঃ চোখ থেকে পানি পড়া ঃ ভ্রু থেকে লোম উঠা ঃ

চোখের ছানিরোগ ঃ চক্ষুর শ্বেত অংশে ক্ষত ঃ ৩১

নেত্র নালী ঃ ক্যান্সার ঃ ৩২

**কানের রোগ** ঃ কানের শূল বেদনা ঃ কান পাকা ঃ কান থেকে রক্ত পড়া ঃ কানে চুলকানি ঃ কানের হাড়ে ক্ষত ঃ ৩২-৩৩

কানে পানি ঢোকা ঃ কানে পলিপাস ঃ কানে শব্দ শোনা ঃ কানে কম শোনা ঃ ৩৪

কানের ভিতর ফোঁড়া ঃ কানের অন্যান্য উপসর্গ ঃ **নাকের রোগ** ঃ সর্দি ঃ ৩৫

নাকের ভিতর ফোঁড়া ঃ নাক খোটা ঃ হাঁচি/এলার্জি/হে ফিভার ঃ ৩৬

নাকের কোন ফাটা ঃ নাকের ভিতর মামড়ী ঃ নাক ঝাড়ার অভ্যাস ঃ নাকের ভিতর চুলকানি ঃ ৩৭

নাক থেকে রক্ত পড়া ঃ নাকের ভিতরে ক্ষত ঃ নাকের ভিতর ঠান্ডা বোধ ঃ ৩৮

নাকে দুর্গন্ধ ঃ নাকের ভিতরে লাল ঃ নাক ডাকা ঃ নাক আবদ্ধ ঃ ৩৯

নাকে ব্যথা ঃ নাকে পলিপ ঃ সাইনোসাইটিস ঃ ৪০

নাকের ভেদক অস্থিতে ক্ষত / ওজিনা ঃ এডিনয়েড ঃ

ঘ্রাণশক্তি লুপ্ত ঃ ঘ্রাণশক্তি তীব্র ঃ ৪১

**গলার রোগ** ঃ গলা ব্যথা ঃ গলায় শ্লেষ্মা জমা ঃ গলাক্ষত ঃ ৪২

স্বরভঙ্গ ঃ টনসিলাইটিস ঃ গলায় কিছু আটকে থাকা বোধ ঃ গিলতে কষ্ট ঃ ঘাড়ে আড়ষ্টতা ঃ ৪৩-৪৫

গ্রীবাগ্রন্থির কাঠিন্যতা ঃ মাম্পস ঃ ঘাড়ের গ্রন্থি ফোলা ও শক্ত ঃ গয়টার/গলগন্ড ঃ ৪৫-৪৬

আলজিহ্বা বৃদ্ধি ঃ কাঁটা ফুটা ঃ ৪৭

**মুখমন্ডলের রোগ ঃ** ব্রণ ঃ ব্রুদ্র ব্রুদ্র কাল দাগ ঃ একজিমা ঃ সিস্টিক টিউমার ঃ ৪৭-৪৮

**মুখমন্ডলে ফোঁড়া ঃ** মুখমন্ডলে মাকড়সার জাল ঃ মেছেতার দাগ ঃ ৪৮

তৈলাক্ত মুখমন্ডল ঃ দাঁড়ি গোফ উঠা ঃ ৪৯

মুখমন্ডলে পেশী নর্তন ঃ মুখমন্ডলে ছুলি/কদমা ঃ ৪৯

**ঠোঁটের/ওষ্টের রোগ ঃ** ওষ্ট ফাটা/ক্ষত/শুষ্কতা ঃ ৪৯

**মুখগহ্বরের রোগ ঃ** মুখক্ষত ঃ মুখে দুর্গন্ধ ঃ লালা পড়া ঃ ৫০

স্বাদহীনতা ঃ মুখের টাকরায় ক্ষত ঃ তোতলামী ঃ ৫১

**জিহ্বার রোগ ঃ** জিহ্বায় ক্ষত ঃ জিহ্বা ফাটা ঃ জিহ্বায় লেপ ঃ জিহ্বায় বর্ণ ঃ ৫২

জিহ্বা বের করতে কষ্ট ঃ জিহ্বা শুষ্ক ঃ রক্ত পড়া ঃ র‍্যানুলা ও অন্যান্য ঃ ৫৩

জিহ্বায় দন্ত ছাপ ঃ জিহ্বায় চুলকানি ঃ জিহ্বায় জ্বালা ঃ ৫৩-৫৪

জিহ্বায় পক্ষাঘাত/অনুভূতিহীনতা ঃ জিহ্বা ঠান্ডা ঃ পিপাসাহীনতা ঃ স্বাদ ঃ জিহ্বায় ক্যান্সার ঃ ৫৪-৫৫

দাঁত ও মাড়ীর রোগ ঃ দন্তশূল বেদনা ঃ ৫৫

দাঁত উঠতে বিলম্ব ঃ দাঁত থেকে রক্তপাত ঃ মাড়ী ফোলা ঃ পাইওরিয়া ঃ ৫৬

**বক্ষরোগ ঃ** কাশি/সাধারণ কাশি ঃ ৫৭

হুপিং কাশি/লতা কাশি ঃ ক্রুপ কাশি ঃ বিভিন্নরূপ কাশিতে আরো কয়েকটা ওষুধ ঃ ৫৮

হাঁপানী ঃ ব্রঙ্কাইটিস ঃ প্লুরিসী ঃ ৫৯-৬০-৬১

কোল্ড এলার্জী (হে ফিভার) ঃ এলার্জী ঃ বুকের মাংস পেশীর ব্যথা ঃ বোগলে ফোঁড়া ঃ বোগলে ঘর্ম ঃ ৬২-৬৩

বোগল গ্রন্থি ফোলা ঃ নিউমুনিয়া ঃ ৬৩-৬৪

**হৃদরোগ ঃ** এঞ্জাইনা পেক্টরিস ঃ বুক ধরফর করা ঃ ৬৫

নিদ্রায় বুক ধরফর ও দম আটকান ভাব ঃ দমবন্ধভাব ঃ ৬৫-৬৬

**পরিপাক তন্ত্রের রোগ ঃ** লিভারে ফোঁড়া ঃ লিভার বিবৃদ্ধি ঃ জন্ডিস, ন্যাবা, কামলা ঃ প্লীহা বর্ধিত ঃ ৬৬-৬৭

থ্যালাসেমিয়া ঃ ডায়াবেটিস/বহুমূত্র ঃ লিভার সিরোসিস ঃ ৬৮

লিভার স্পট ঃ উদরে চর্বি জমা ঃ খাদ্য গিলতে কষ্ট/প্রতিবন্ধকতা ঃ ৬৯

গলা ও খাদ্যনালীতে ক্ষত ঃ পিত্তপাথুরী ঃ বুক জ্বালা/বদহজম/হার্টবার্ণ ঃ ৭০

পেট বেদনা/বমি ঃ ঢেকুর উঠা ঃ গ্যাস্ট্রিক আলসার / ডিওডিনাল আলসার ঃ ৭১

বমি ও বিবমিষা ঃ ৭২

বমনের প্রকৃতি ঃ পিপাসাহীনতা ঃ অত্যধিক পিপাসা ঃ খেতে চায়না/অনাগ্রহ/ঘৃণা করে ঃ ৭৩

**খেতে চায় ঃ পাকস্থলীর ক্যান্সার ঃ** ৭৪

পাকস্থলীর সম্পর্কীত ঃ ক্ষুধা হয়না, খেতে চায়না ঃ ৭৫

**উদর রোগ ঃ** হার্নিয়া ঃ এপেন্ডিসাইটিস ঃ নাভীর রোগ ঃ অন্ত্র থেকে রক্তস্রাব ঃ গুহ্যদ্বারে ক্যান্সার ঃ ৭৬

হারিস/গুহ্য দ্বার বের হওয়া ঃ মলদ্বার ফাটা ঃ ৭৭

মলদ্বার চুলকানি ঃ মলদ্বারে পোকা হাঁটা অনুভূতি ঃ মলদ্বারে জ্বালা ঃ অর্শ রোগ ঃ ৭৮
মলদ্বারে পক্ষাঘাতিক অবস্থা ঃ মলদ্বারে আচিল ঃ মলদ্বারের রোগ ঃ ৭৯
কোষ্ঠকাঠিন্য ঃ আমাশয় ঃ ৮০
পুরাতন আমাশয়/কোলাইটিস ঃ উদরাময় ঃ ভগন্দর ঃ ৮১-৮২
উদগারের সাথে খাদ্য মুখে উঠা ঃ মুখে টক পানি উঠে/টকবমি ঃ হিক্কা উঠা ঃ ৮৩
অন্ননালীর সংকোচন ঃ পেট ফাঁপা ঃ নিম্নগামী বায়ুত্যাগ ঃ পেট বেদনা ঃ ৮৪
অক্ষুধা ঃ অতি ক্ষুধা ঃ ৮৫
**মূত্রযন্ত্রের রোগ** ঃ মূত্রপাথুরী ঃ মূত্রত্যাগের জ্বালা ঃ ৮৬
মূত্রত্যাগে কুন্থন ঃ নেফ্রাইটিস ঃ মূত্রে প্রোটিন যাওয়া (এলবুমেনুরিয়া) ঃ ৮৭
মূত্রবেগ অবিরত ঃ গ্লীট ঃ রক্তমূত্র ঃ আকস্মিক মূত্রবেগ ঃ ৮৮
মূত্রাবরোধ ঃ অসাড়ে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ ঃ শয্যামূত্র ঃ স্ত্রীকচার ঃ ৮৯
মূত্র শ্লেষ্মা মিশ্রিত ঃ দুধের ন্যায় সাদা মূত্র ঃ মূত্রে অক্সালেট ঃ মূত্র ঘোলাটে ঃ অতিমূত্র ঃ মূত্রে দূর্গন্ধ ঃ ৯০
প্রমেহ রোগ ঃ সংকেত ঃ ৯১
অতি যৌন ক্ষুধা ঃ মূত্রাশয় প্রদাহ (সিস্টাইটিস) ঃ স্বপ্নদোষ ঃ ৯২
অসাড়ে বীর্যপতন ঃ বীর্যের প্রকৃতি ঃ পুলূষাঙ্গ ঃ অন্ডকোষের শীর্ণতা ঃ ৯৩
হাইড্রোসিল/অন্ডকোষে পানি জমা/ একশিরা ঃ অন্ডকোষ প্রদাহ ঃ অন্ডকোষের বিভিন্ন উপসর্গ ঃ ৯৪
সিফিলিস ক্ষত/পুরুষাঙ্গে ক্ষত ঃ শুক্রবহা রজ্জু স্ফীত ঃ ৯৫
লিঙ্গের উপ শক্ত গুটি ঃ লিঙ্গের উপর আঁচিল ঃ প্রস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি ঃ ৯৫
হস্তমৈথুন ঃ সহবাস জনিত উপসর্গ (পুরুষ) ঃ ধ্বজভঙ্গ ঃ ৯৬
যৌনাঙ্গের বিবিধ ঃ মুদা ও উল্টামুদা ঃ স্ত্রী যৌনাঙ্গের চুলকানি ঃ বন্ধ্যাত্ব (পুরুষ) ৯৭
বন্ধ্যত্ব (মহিলা) ঃ সহবাসে সমস্যা (নারীদের ক্ষেত্রে) ঃ ৯৮
**বাত বেদনা** ঃ কোমর বেদনা ঃ সায়েটিকা বাত ঃ ৯৯
মচকান ব্যথা ঃ সার্ভাইক্যাল স্পন্ডিলাইটিস, ঘাড় ব্যথা ঃ সেক্রাম ব্যথা ঃ ১০০
গেঁটে বাত, সন্ধিবাত ঃ পায়ের গোড়ালী সন্ধির ব্যথা ঃ পায়ের মুড়ার ব্যথা ঃ মেরুদন্ডে ব্যথা ঃ ১০১-১০২
মেরুদন্ড বাঁকা ঃ পদতলে ঠান্ডা ঃ পদতলের উপসর্গ ঃ ১০২
হাত ও পায়ে কড়া ঃ হাতে ও পায়ের তলায় ফাটা ঃ আঁচিল ঃ পাকুই ঃ নখকুনি ঃ ১০৩-১০৪
আঙ্গুল হারা ঃ হাতে পায়ে জ্বালা ঃ হাত পা উত্তপ্ত ঃ হাতে পায়ে ঘাম ঃ হাত অবশ/কম্পন ঃ ১০৪-১০৫
হাত পা ঝিনঝিনানী ঃ ভেরিকোজ ভেইন ঃ বাগী ঃ আঙ্গুলের রোগ/মামড়ী উঠা/ফাটা ঃ হাঁটা ঃ ১০৫-১০৬
নখের বিভিন্ন উপসর্গ ঃ নখে চিকা ঃ নখ ফাটা ঃ ঘুম/তন্দ্রাভাব ঃ ঘুমে দমবন্ধ ভাব ঃ স্বপ্ন দেখা ঃ ১০৬-১০৭
অনিদ্রা ঃ হাইতোলা ঃ ঘুমে বোঝায় ধরা ঃ ঘাম ঃ ১০৮
**চর্মের রোগ সমূহ** ঃ খোস পাচড়া ঃ ১০৯
একজিমা ঃ স্থান বিশেষে একজিমা ঃ দাদ রোগ ঃ বার্বারস ইচ ঃ সোরইসিস ১১০-১১১
চর্ম ফাটা ঃ আমবাত বা পিঁপড়ী বাত ঃ ফোঁড়া ঃ ১১১-১১২
জলবসন্ত ঃ চুলকানি (উদ্ভেদবিহীন) ঃ হার্পিস ঃ পুঁয় প্রবণতা ঃ ১১৩
ঘামাচি ঃ কার্বাংকল ঃ শ্বেতী রোগ ঃ শয্যাক্ষত ঃ ১১৪
জারকাটা, পদ্মকাটা, ইন্দ্রবিদ্ধা ঃ আগুনে পোড়া ঃ কিলয়েড ঃ দাগ ঃ জ্বালা ঃ ১১৫

ঠান্ডাবোধ ও শীতলতা ঃ উচ্চ রক্তচাপ ঃ এনিমিয়া/রক্তহীনতা ঃ বহুমূত্র ঃ ১১৬-১১৭
মৃগী রোগ ঃ কোরিয়া/তান্ডব রোগ ঃ স্নায়বিক দূর্বলতা ঃ এইডস রোগ ঃ ১১৮-১১৯
অতিরিক্ত গরম লাগা ঃ গরমে প্রচন্ড দুর্বলতা ঃ ঠান্ডা সহ্য হয় না ঃ স্নায়ুশূল ঃ ১২০
শোথ ঃ বাত বেদনা ঃ গেঁটেবাত রোগ ঃ পিঠে ও বুকে ব্যথা ঃ স্কন্ধ ব্যথা ঃ ১২১-১২২
হাড় ব্যথা ঃ হাড়ের ক্ষত (নেক্রোসিস) ঃ মেরুদন্ড ঃ মেরুদন্ড বাঁকা ঃ ১২৩
হাড়ের টিউমার ঃ ক্ষত চিহ্ন ঃ গ্যাংগ্রিণ ঃ গ্রন্থিফোলা ঃ ১২৪
**বিভিন্ন প্রকার জ্বর** ঃ সাধারণ জ্বর ঃ সর্দি জ্বর ঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর ঃ ১২৪-১২৫
হাম জ্বর ঃ টাইফয়েড জ্বর ঃ ম্যালেরিয়া জ্বর ঃ ডেঙ্গু জ্বর ঃ রক্তস্রাব রোগ ঃ ১২৬-১২৮
রক্তের হিমোগ্লোবিন ঃ টিউমার ঃ পলিপাস ঃ ওভারী টিউমার ঃ স্তনে টিউমার ঃ রক্তস্রাব ঃ ১২৯-১৩০
নালী ঘা ঃ পক্ষাঘাত ঃ পার্কিনসনস্ রোগ ঃ ১৩১
শুচিবাই ঃ পোকামাকড় দংশন ঃ ১৩২
**স্ত্রীরোগ** ঃ বালিকাদের প্রদর ঃ বিলম্বিত রজঃস্রাব ঃ রক্তস্রাব (ঋতস্রাব) ঃ ১৩২-১৩৩-১৩৪
ঋতুকালের বিভিন্ন সমস্যা ঃ অতি ঋতুস্রাব ঃ বাধকবেদনা/ঋতুশূল ঃ ১৩৫
ঋতুস্রাব বন্ধ থেকে অন্য পথে রক্তস্রাব ঃ জরায়ু টিউমার ঃ জরায়ু ক্যান্সার/ক্ষত ঃ ১৩৬-১৩৭
যোনিতে ফোঁড়া ঃ শ্বেতপ্রদর ঃ সংকেত ঃ ১৩৮-১৩৯
যোনিতে চুলকানি ঃ যোনি দেশের রোগ ঃ সহবাসে কষ্ট ঃ ঋতুস্রাবের আগে দেখা দেয় ঃ ১৩৯-১৪০
ঋতুস্রাব কালে দেখা দেয় ঃ ঋতুর পরে দেখা দেয় ঃ গর্ভকালে বমন ১৪১
গর্ভকালে গা/কোমর ব্যথা ঃ গর্ভকালে দাঁতব্যথা ঃ গর্ভকালে মুখে জল উঠা ঃ ১৪২
গর্ভকালে খিচে ধরা/আক্ষেপ ঃ ১৪২
শিরাস্ফীতি/ভেরিকোজ ভেইন ঃ গর্ভকালে জন্ডিস ঃ গর্ভকালে শোথ ঃ গর্ভকালে অর্শ ঃ ১৪৩
গর্ভকালে কোষ্ঠবদ্ধতা ঃ গর্ভকালে বুক জ্বালা/এসিডিটি ঃ গর্ভকালে উদরাময় ঃ ১৪৩-১৪৪
গর্ভকালে অনিদ্রা ঃ গর্ভকালে অখাদ্য খেতে চায় ঃ গর্ভকালে রক্তস্রাব ঃ ১৪৪
গর্ভকালে বাহ্য জননেন্দ্রিয়ে চুলকানি ঃ গর্ভকালে স্তনের সমস্যা ঃ ১৪৫
গর্ভস্থ ভ্রূণের নড়াচড়া ঃ গর্ভকালে মাথাঘোরা ঃ ১৪৫
গর্ভকালে মাথাধরা ঃ গর্ভকালে বুক ধড়ফরনী ঃ ১৪৬
গর্ভকালে অসাড়ে মূত্রত্যাগ ঃ গর্ভকালে মূত্রনাশ ঃ ১৪৬
গর্ভকালে মূত্রে এলবুমিন ও প্রোটিন ঃ গর্ভকালে হিক্কা ঃ গর্ভকালে পেটব্যথা ঃ ১৪৭
গর্ভকালে এনিমিয়া ঃ গর্ভকালে মুখ ক্ষত ঃ গর্ভকালেঅরুচি ঃ ১৪৭
লালা পড়া ঃ গর্ভকালে বিভিন্ন উপসর্গ ঃ গর্ভস্রাব নিবারণে ঃ ১৪৮
প্রকৃত ও অপ্রকৃত প্রসব বেদনা ঃ অপ্রকৃত প্রসব বেদনা (ফলস্ পেইন) ঃ ১৪৯
সন্তান উল্টো অবস্থান/ব্রীচ প্রেজেন্টেশন ঃ ১৪৯
প্রসব বেদনা ঃ ১৪৯
প্রসবান্তিক মূত্ররোধ ঃ ভ্যাদাল ব্যথা ঃ লোচিয়া প্রসবোত্তর ফুল না পড়া ও অন্যান্য উপসর্গ ঃ ১৫০
প্রসবান্তিক মূর্ছা ঃ সূতিকা জ্বর প্রতিরোধ ঃ প্রসব পথ ছিঁড়ে যাওয়া ঃ ১৫১
সূতিকা জ্বর ঃ এক্লাম্পসিয়া ঃ আক্ষেপ শুরু হলে ঃ প্রসবান্তিক অনিদ্রা ঃ ১৫২-১৫৩
প্রসবান্তিক দূর্বলতা ঃ স্তনে দুধ না হওয়া ঃ স্তনে অতিরিক্ত দুগ্ধ সঞ্চয় ঃ ১৫৩
আঁতুড়ে বাই/পিউয়ারপেরাল ইনস্যানিটি ঃ জরায়ু ঝিল্লি প্রদাহ ঃ ১৫৪

| | |
|---|---|
| মলদ্বার চুলকানি ঃ মলদ্বারে পোকা হাঁটা অনুভূতি ঃ মলদ্বারে জ্বালা ঃ অর্শ রোগ ঃ | ৭৮ |
| মলদ্বারে পক্ষাঘাতিক অবস্থা ঃ মলদ্বারে আচিল ঃ মলদ্বারের রোগ ঃ | ৭৯ |
| কোষ্ঠকাঠিন্য ঃ আমাশয় ঃ | ৮০ |
| পুরাতন আমাশয়/কোলাইটিস ঃ উদরাময় ঃ ভগন্দর ঃ | ৮১-৮২ |
| উদগারের সাথে খাদ্য মুখে উঠা ঃ মুখে টক পানি উঠে/টকবমি ঃ হিক্কা উঠা ঃ | ৮৩ |
| অন্ননালীর সংকোচন ঃ পেট ফাঁপা ঃ নিম্নগামী বায়ুত্যাগ ঃ পেট বেদনা ঃ | ৮৪ |
| অক্ষুধা ঃ অতি ক্ষুধা ঃ | ৮৫ |
| **মূত্রযন্ত্রের রোগ ঃ** মূত্রপাথুরী ঃ মূত্রত্যাগের জ্বালা ঃ | ৮৬ |
| মূত্রত্যাগে কুন্থন ঃ নেফ্রাইটিস ঃ মূত্রে প্রোটিন যাওয়া (এলবুমেনুরিয়া) ঃ | ৮৭ |
| মূত্রবেগ অবিরত ঃ গ্লীট ঃ রক্তমূত্র ঃ আকস্মিক মূত্রবেগ ঃ | ৮৮ |
| মূত্রাবরোধ ঃ অসাড়ে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ ঃ শয্যামূত্র ঃ স্ত্রীকচার ঃ | ৮৯ |
| মূত্র শ্লেষ্মা মিশ্রিত ঃ দুধের ন্যায় সাদা মূত্র ঃ মূত্রে অক্সালেট ঃ মূত্র ঘোলাটে ঃ অতিমূত্র ঃ মূত্রে দূর্গন্ধ ঃ | ৯০ |
| প্রমেহ রোগ ঃ সংকেত ঃ | ৯১ |
| অতি যৌন ক্ষুধা ঃ মূত্রাশয় প্রদাহ (সিস্টাইটিস) ঃ স্বপ্নদোষ ঃ | ৯২ |
| অসাড়ে বীর্যপতন ঃ বীর্যের প্রকৃতি ঃ পুলূষাঙ্গ ঃ অন্ডকোষের শীর্ণতা ঃ | ৯৩ |
| হাইড্রোসিল/অন্ডকোষে পানি জমা/ একশিরা ঃ অন্ডকোষ প্রদাহ ঃ অন্ডকোষের বিভিন্ন উপসর্গ ঃ | ৯৪ |
| সিফিলিস ক্ষত/পুরুষাঙ্গে ক্ষত ঃ শুক্রবহা রজ্জু স্ফীত ঃ | ৯৫ |
| লিঙ্গের উপ শক্ত গুটি ঃ লিঙ্গের উপর আঁচিল ঃ প্রস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি ঃ | ৯৫ |
| হস্তমৈথুন ঃ সহবাস জনিত উপসর্গ (পুরুষ) ঃ ধ্বজভঙ্গ ঃ | ৯৬ |
| যৌনাঙ্গের বিবিধ ঃ মুদা ও উল্টামুদা ঃ স্ত্রী যৌনাঙ্গের চুলকানি ঃ বন্ধ্যাত্ব (পুরুষ) | ৯৭ |
| বন্ধ্যাত্ব (মহিলা) ঃ সহবাসে সমস্যা (নারীদের ক্ষেত্রে) ঃ | ৯৮ |
| **বাত বেদনা ঃ** কোমর বেদনা ঃ সায়েটিকা বাত ঃ | ৯৯ |
| মচকান ব্যথা ঃ সার্ভাইক্যাল স্পন্ডিলাইটিস, ঘাড় ব্যথা ঃ সেক্রাম ব্যথা ঃ | ১০০ |
| গেঁটে বাত, সন্ধিবাত ঃ পায়ের গোড়ালী সন্ধির ব্যথা ঃ পায়ের মুড়ার ব্যথা ঃ মেরুদন্ডে ব্যথা ঃ | ১০১-১০২ |
| মেরুদন্ড বাঁকা ঃ পদতলে ঠান্ডা ঃ পদতলের উপসর্গ ঃ | ১০২ |
| হাত ও পায়ে কড়া ঃ হাতে ও পায়ের তলায় ফাটা ঃ আঁচিল ঃ পাকুই ঃ নখকুনি ঃ | ১০৩-১০৪ |
| আঙ্গুল হারা ঃ হাতে পায়ে জ্বালা ঃ হাত পা উত্তপ্ত ঃ হাতে পায়ে ঘাম ঃ হাত অবশ/কম্পন ঃ | ১০৪-১০৫ |
| হাত পা ঝিনঝিনানী ঃ ভেরিকোজ ভেইন ঃ বাগী ঃ আঙ্গুলের রোগ/মামড়ী উঠা/ফাটা ঃ হাঁটা ঃ | ১০৫-১০৬ |
| নখের বিভিন্ন উপসর্গ ঃ নখে চিকা ঃ নখ ফাটা ঃ ঘুম/তন্দ্রাভাব ঃ ঘুমে দমবন্ধ ভাব ঃ স্বপ্ন দেখা ঃ | ১০৬-১০৭ |
| অনিদ্রা ঃ হাইতোলা ঃ ঘুমে বোঝায় ধরা ঃ ঘাম ঃ | ১০৮ |
| **চর্মের রোগ সমূহ ঃ** খোস পাচড়া ঃ | ১০৯ |
| একজিমা ঃ স্থান বিশেষে একজিমা ঃ দাদ রোগ ঃ বার্বারস ইচ ঃ সোরইসিস | ১১০-১১১ |
| চর্ম ফাটা ঃ আমবাত বা পিঁপড়ী বাত ঃ ফোঁড়া ঃ | ১১১-১১২ |
| জলবসন্ত ঃ চুলকানি (উদ্ভেদবিহীন) ঃ হার্পিস ঃ পুঁয প্রবণতা ঃ | ১১৩ |
| ঘামাচি ঃ কার্বাংকল ঃ শ্বেতী রোগ ঃ শয্যাক্ষত ঃ | ১১৪ |
| জারকাটা, পদ্মকাটা, ইন্দ্রবিদ্ধা ঃ আগুনে পোড়া ঃ কিলয়েড ঃ দাগ ঃ জ্বালা ঃ | ১১৫ |

# মাথার রোগ

## মাথাব্যথা ঃ

**আর্জেন্ট নাইট ঃ তীব্র মাথাব্যথা, মাথা যেন বড় হয়ে যাচ্ছে, মাথার ভিতরে বাম পার্শ্বে ঘাঁই** মারা বা খোঁচান প্রকৃতির ব্যথা, মাথা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলে একটু কমে, তাছাড়া বমি হলে ও জোরে চাপলে উপশম হয়।

**বেলেডোনা ঃ** রৌদ্র লেগে মাথাব্যথায় বেলেডোনা ও গ্লোনয়ন অন্যতম। মাথায় ঠান্ডা প্রয়োগে আরাম লক্ষণে গ্লোনয়ন এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পায়, মাথায় কাপড় বা আবরণ দিলে আরাম পেলে **বেলেডোনা**। ব্যথায় মাথা নাড়তে চাড়তে পারেনা, সামান্য নড়লেও যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, ঠান্ডা দিলে আরাম লক্ষণে **গ্লোনয়ন** ভাল কাজ করে।

**ল্যাকেসিস ও নেট্রাম কার্ব ঃ** রৌদ্র লেগে মাথাব্যথা করলে **ল্যাকেসিস ও নেট্রাম কার্ব** অন্যতম ওষুধ। **ল্যাকেসিসে** ব্যথা নিদ্রান্তে বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে নিদ্রায় উপশম হলে **গ্লোনয়ন** উত্তম। **নেট্রাম কার্বে** মাথাব্যথা সূর্যতাপে বৃদ্ধি হয় তবে মাথায় ঠান্ডা সহ্য হয় না। **বেলেডোনায়** দপদপানীযুক্ত মাথাব্যথা, চোখ মুখ আরক্তিম থাকে কিন্তু **নেট্রাম কার্বের** মাথাব্যথা স্নায়বিক প্রকৃতির, **বেলেডোনার** ন্যায় সবিরাম প্রকৃতির নহে, দপদপানী লক্ষণ **নেট্রাম কার্বে** নেই।

**জেলসিমিয়াম ঃ** জেলসের মাথাব্যথা মেরুদন্ডের উপর ভাগ থেকে শুরু হলে পরে সমস্ত মাথায় ছড়ায়, মাথা যেন ফেটে যাবে। উচু বালিশে শুলে, প্রচুর প্রশ্রাব হলে উপশম হয়। ব্যথার তীব্রতায় বমি হয়, কিন্তু বমিতে ব্যথা কমেনা বরং আরো বৃদ্ধি পায়। প্রচন্ড স্নায়বিক ও ভীতু, অমঙ্গল আশংকায় শরীর কাঁপে এবং দেহে ভীতিকর উত্তেজনা জনিত উদরাময় বা বমন দেখা দিতে পারে।

**সাইলিশিয়া ঃ** মাথার পিছনভাগ থেকে ব্যথা শুরু হয়ে উপর দিকে বেয়ে উঠে এবং শেষে ডান চক্ষুতে স্থায়ী হয়। চাপনে, শক্ত করে মাথা বাঁধলে, প্রচুর প্রশ্রাবে ব্যথা কমে। **সাইলিশিয়া** অতীব শীতকাতর, মাথায় ঠান্ডা সহ্য হয়না, মাথায় আবরণ রাখতে চায়।

**সিপিয়া ঃ** মাথাব্যথা, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ব্যথা হয়, পড়তে গেলে মাথাব্যথা করে, উদাসীন, সহজে কান্নাপায়, ঋতুস্রাবের গোলযোগ, জরায়ুর বিভিন্ন সমস্যা জনিত কারণে মাথা ব্যথা হলে **সিপিয়া** অন্যতম।

**টিউবারকুলিনাম ঃ** সহজে ঠান্ডা লাগার প্রবণতাযুক্ত ব্যক্তি বিশেষ, সামান্য শ্রম, একটু বেশি লেখাপড়া, সামান্য ঝগড়া বা কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই মাথাব্যথা করলে ওষুধটি ভাল খাটে।

**নেট্রাম মিউর ঃ** জীর্ণশীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, গরমকাতর মহিলাদের রক্তহীনতা জনিত কারণে, মাথার ভিতরে হাতুড়ীর আঘাতবৎ বেদনা, মাথায় ঘাম দেয়, ঠান্ডা জলে ধুলে, ঠান্ডা খোলা বাতাসে আরাম। ঘন ঘন জলবৎ পাতলা সর্দি, গরমে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়।

**স্যাঙ্গুনেরিয়া ক্যান ঃ** মাথার পিছন থেকে ব্যথা উঠে মাথা বেয়ে শেষে ডান চক্ষুতে স্থির হয়, অন্ধকার ঘরে স্থিরভাবে থাকতে চায়। ব্যথার তীব্রতায় বমি হয়। সামান্য আলোক, গন্ধ বা সামান্য নড়াচড়ায় ব্যথা বৃদ্ধি পায়। যে ঘরে সে ঘুমায় সে ঘরে কেহ হাঁটলেও যেন ব্যথা বাড়ে। মাথা ফেটে যাবে মনে করে, বালিশে মাথাটি জোরে চেপে ধরে। সূর্যোদয়ে ব্যথা শুরু হয়ে সূর্যাস্তে কমে যায়।

**ল্যাক ডি ফ্লোর ঃ** কয়েকদিন অন্তর মলত্যাগ যুক্ত তীব্র কোষ্ঠবদ্ধ, রোগীর ব্যথার সাথে দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা, বমিভাব হয়, যাদের ঋতুকালে মাথাব্যথা হয়, ঠান্ডা সহ্য হয়না, মোটা সোটা গড়নের ব্যক্তি যাদের দুধ সহ্য হয় না, তাঁদের ক্ষেত্রে উপকারী।

**ক্যালি বাইক্রম ঃ** সর্দি শুকিয়ে মাথাব্যথা, ক্ষুদ্র স্থানে ব্যথা করে, সাইনোসাইটিস, মাথাব্যথার আগে দৃষ্টি লোপ হয়, ব্যথা বৃদ্ধি পেলে পুনরায় দৃষ্টি ফিরে আসে, বাতের ধাতযুক্ত মোটা সোটা ধরনের ব্যক্তি যাদের ঠান্ডা সহ্য হয়না, বাধ্যতামূলকভাবে শুয়ে থাকতে হয়, বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

**সোরিনাম ঃ** চর্মরোগ প্রবন, শীতকাতর, মল মূত্র ঘর্ম প্রভৃতি সর্ব প্রকার স্রাবে দূর্গন্ধ, সর্দি হাঁচি ঠান্ডা লাগার ধাত, অতি ক্ষুধার্ত, ক্ষুধা সহ্য হয় না, মাথায় অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগার প্রবনতাযুক্ত ব্যক্তির মাথাব্যথায় **সোরিনাম** কার্যকর।

**আইওডিন ঃ** প্রচন্ড গরম কাতর, অতি ক্ষুধার্ত, বেশ খেতে পারে কিন্তু দেহ পুষ্ট হয়না, খেতে পেলে মাথাব্যথা কমে লক্ষণে **আইওডিন** কার্যকর ওষুধ।

**বায়োকেমিক ঃ** মাথাব্যথাসহ মুখমন্ডল লাল হলে ফেরাম ফস। বমি ভাবসহ থাকলে **কেলি মিউরসহ** পর্যায় ক্রমে চার বড়ি করে দিনে চার বার সেব্য। চোখ দিয়ে পাতলা পানির ন্যায় সর্দি সহ মাথাব্যথায় **নেট্রাম মিউর**। মাথার স্নায়বিক ব্যথায় কেলি ফস অন্যতম। আধ কপালি মাথা ব্যথায় কেলি ফস ও নেট্রাম মিউর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

---

**মাইগ্রেণ বা মাথাব্যথার চিকিৎসা করতে গিয়ে মাথাব্যথার কারণ সর্ম্পকে আগে জানুন এবং ঐ কারণ সহ বর্তমান লক্ষণের সংযোগ ঘটিয়ে ওষুধ নির্বাচনে সচেষ্ট হোন। ঠান্ডালাগা, সর্দি, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়, আঘাত, রৌদ্রলাগা প্রভৃতি বহুবিধ কারণে মাথাব্যথা হয়। সেই কারণ যদি সঠিক ভাবে নির্ণীত হয় তাহলে সহজেই তা' সদৃশধর্মী ওষুধে সেরে যাবে।**

---

## ঠান্ডা লেগে মাথাব্যথা ঃ

● শীতল ঠান্ডা বাতাস লেগে মাথাব্যথা হলে **বেলেডোনা, আর্সেনিক এল্বাম, চায়না, সাইলিশিয়া, নাক্সভমিকা** প্রভৃতি প্রধান ওষুধ। ● মাথায় ঠান্ডা বাতাস লেগে ব্যথা, দপদপানী, সবিরাম প্রকৃতির ব্যথা, অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর পর ব্যথা, মুখমন্ডল আরক্তিম, মাথা উত্তপ্ত, চোখ মুখ যেন জ্বল জ্বল করে, মাথা নাড়লে ব্যথা আরো বাড়ে, শুধু টুপীতে বা কাপড়ে আবৃত রাখলে আরাম পায় লক্ষণে **বেলেডোনা** কার্যকর। ● মাথায় ঠান্ডা বাতাস লেগে ব্যথা, মাথা আবৃত রাখতে পারেনা, বাতাস লাগলে বা ঠান্ডা প্রয়োগে শীতবোধ হলেও মাথাব্যথা কমে, আর্সেনিক জ্ঞাপক মাথাব্যথায় জ্বালাসহ অস্ত্র বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ও জ্বালাকর অনুভূতি হলে **আর্সেনিক এল্বাম** কার্য্যকর। ● দূর্বল ব্যক্তি বিশেষের ঠান্ডা লাগা জনিত মাথা ব্যথা, মাথা ছুইতে পারেনা, তবে জোর চাপনে আরাম বোধ করে লক্ষণে চায়না উপকারী ● ঠান্ডালেগে মাথার পিছন থেকে ব্যথা উঠে তালু পর্যন্ত এমন কি ডান চক্ষুর উপর পর্যন্ত এসে স্থিত হয়, রোগী ঠান্ডা সহ্য করতে পারেনা, মাথা আবৃত রাখতে চায় লক্ষণে **সাইলিশিয়া** অন্যতম। ● ঠান্ডা লেগে মাথাব্যথা, বদ্ধঘরে নাক আবদ্ধ থাকে, মুক্ত বাতাসে নাক খুলে যায়, শীতকাতর, কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর ক্ষেত্রে **নাক্স ভমিকা**। ● সর্দি শুকিয়ে ঘন হলে, সামান্য নড়াচড়ায় ব্যথা বৃদ্ধি পেলে **ব্রাইওনিয়া** কার্যকর।

**ল্যাক ডি ফ্লোর ঃ** কয়েকদিন অন্তর মলত্যাগ যুক্ত তীব্র কোষ্ঠবদ্ধ, রোগীর ব্যথার সাথে দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা, বমিভাব হয়, যাদের ঋতুকালে মাথাব্যথা হয়, ঠান্ডা সহ্য হয়না, মোটা সোটা গড়নের ব্যক্তি যাদের দুধ সহ্য হয় না, তাঁদের ক্ষেত্রে উপকারী।

**ক্যালি বাইক্রম ঃ** সর্দি শুকিয়ে মাথাব্যথা, ক্ষুদ্র স্থানে ব্যথা করে, সাইনোসাইটিস, মাথাব্যথার আগে দৃষ্টি লোপ হয়, ব্যথা বৃদ্ধি পেলে পুনরায় দৃষ্টি ফিরে আসে, বাতের ধাতযুক্ত মোটা সোটা ধরনের ব্যক্তি যাদের ঠান্ডা সহ্য হয়না, বাধ্যতামূলকভাবে শুয়ে থাকতে হয়, বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

**সোরিনাম ঃ** চর্মরোগ প্রবন, শীতকাতর, মল মূত্র ঘর্ম প্রভৃতি সর্ব প্রকার স্রাবে দূর্গন্ধ, সর্দি হাঁচি ঠান্ডা লাগার ধাত, অতি ক্ষুধার্ত, ক্ষুধা সহ্য হয় না, মাথায় অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগার প্রবনতাযুক্ত ব্যক্তির মাথাব্যথায় **সোরিনাম** কার্যকর।

**আইওডিন ঃ** প্রচন্ড গরম কাতর, অতি ক্ষুধার্ত, বেশ খেতে পারে কিন্তু দেহ পুষ্ট হয়না, খেতে পেলে মাথাব্যথা কমে লক্ষণে **আইওডিন** কার্যকর ওষুধ।

**বায়োকেমিক ঃ** মাথাব্যথাসহ মুখমন্ডল লাল হলে ফেরাম ফস। বমি ভাবসহ থাকলে **কেলি মিউরসহ** পর্যায় ক্রমে চার বড়ি করে দিনে চার বার সেব্য। চোখ দিয়ে পাতলা পানির ন্যায় সর্দি সহ মাথাব্যথায় **নেট্রাম মিউর**। মাথার স্নায়বিক ব্যথায় কেলি ফস অন্যতম। আধ কপালি মাথা ব্যথায় কেলি ফস ও নেট্রাম মিউর পর্যায়ক্রমে ব্যবহার্য।

---

**মাইগ্রেণ বা মাথাব্যথার চিকিৎসা করতে গিয়ে মাথাব্যথার কারণ সর্ম্পকে আগে জানুন এবং ঐ কারণ সহ বর্তমান লক্ষণের সংযোগ ঘটিয়ে ওষুধ নির্বাচনে সচেষ্ট হোন। ঠান্ডালাগা, সর্দি, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়, আঘাত, রৌদ্রলাগা প্রভৃতি বহুবিধ কারণে মাথাব্যথা হয়। সেই কারণ যদি সঠিক ভাবে নির্ণীত হয় তাহলে সহজেই তা' সদৃশধর্মী ওষুধে সেরে যাবে।**

---

## ঠান্ডা লেগে মাথাব্যথা ঃ

● শীতল ঠান্ডা বাতাস লেগে মাথাব্যথা হলে **বেলেডোনা, আর্সেনিক এল্বাম, চায়না, সাইলিশিয়া, নাক্সভমিকা** প্রভৃতি প্রধান ওষুধ। ● মাথায় ঠান্ডা বাতাস লেগে ব্যথা, দপদপানী, সবিরাম প্রকৃতির ব্যথা, অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর পর ব্যথা, মুখমন্ডল আরক্তিম, মাথা উত্তপ্ত, চোখ মুখ যেন জ্বল জ্বল করে, মাথা নাড়লে ব্যথা আরো বাড়ে, শুধু টুপীতে বা কাপড়ে আবৃত রাখলে আরাম পায় লক্ষণে **বেলেডোনা** কার্যকর। ● মাথায় ঠান্ডা বাতাস লেগে ব্যথা, মাথা আবৃত রাখতে পারেনা, বাতাস লাগলে বা ঠান্ডা প্রয়োগে শীতবোধ হলেও মাথাব্যথা কমে, আর্সেনিক জ্ঞাপক মাথাব্যথায় জ্বালাসহ অস্ত্র বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ও জ্বালাকর অনুভূতি হলে **আর্সেনিক এল্বাম** কার্য্যকর। ● দূর্বল ব্যক্তি বিশেষের ঠান্ডা লাগা জনিত মাথা ব্যথা, মাথা ছুইতে পারেনা, তবে জোর চাপনে আরাম বোধ করে লক্ষণে চায়না উপকারী ● ঠান্ডালেগে মাথার পিছন থেকে ব্যথা উঠে তালু পর্যন্ত এমন কি ডান চক্ষুর উপর পর্যন্ত এসে স্থিত হয়, রোগী ঠান্ডা সহ্য করতে পারেনা, মাথা আবৃত রাখতে চায় লক্ষণে **সাইলিশিয়া** অন্যতম। ● ঠান্ডা লেগে মাথাব্যথা, বদ্ধঘরে নাক আবদ্ধ থাকে, মুক্ত বাতাসে নাক খুলে যায়, শীতকাতর, কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর ক্ষেত্রে **নাক্স ভমিকা**। ● সর্দি শুকিয়ে ঘন হলে, সামান্য নড়াচড়ায় ব্যথা বৃদ্ধি পেলে **ব্রাইওনিয়া** কার্যকর।

## রক্তসঞ্চয় জনিত মাথাব্যথা ঃ

● আকস্মিক প্রবল মাথাব্যথায় রোগী হত বিহবল হয়, এইরূপ প্রচন্ড বেদনায় **একোনাইট** ● মাথায় প্রবল বেদনা, মাথা উত্তপ্ত, চোখ মুখ জ্বলজ্বলে, সবিরাম প্রকৃতির তীব্র বেদনায় মাথা আবৃত রাখতে চায় লক্ষণে বেলেডোনা কার্যকর ● আহারের গোলযোগ, অনিদ্রা, প্রভৃতি কারণে মাথাব্যথা হলে **নাক্স ভমিকা**, নাক্সে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে। ● রজরোধ জনিত কারণে মাথাব্যথা হলে **পালসেটিলা,** পালসের স্বভাব কোমল হয়। ● **আর্সেনিকের** মাথাব্যথায় অস্থিরতা থাকে, মাথায় জ্বালাকর, রন্ধ্রকর বেদনায় ঠান্ডা দিতে পছন্দ করে। ● রক্তসঞ্চয় জনিত মাথাব্যথায় **গ্লোনয়ন** একটি ভাল ওষুধ। রৌদ্র লেগে, সূর্যতাপে মাথা বেদনা, দপদপানী, বিদীর্ণকর ব্যথায় এটি কার্য্যকর। সর্দির পরে তীব্র মাথাব্যথায়, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৃদ্ধি হলে **গ্লোনয়ন** উপকারী।

## পাকাশয়িক রোগ জনিত মাথাব্যথা ঃ

● পাকাশয়িক রোগ, অম্ল অজীর্ণ দোষ, কোষ্ঠবদ্ধতা সহ অতৃপ্ত মলত্যাগ লক্ষণে **নাক্স** ভমিকা উপকারী ● অজীর্ণতা সহ মাথাব্যথার সহিত বমি ভাব থাকলে **ইপিকাক** অন্যতম ● পরিপাক তন্ত্রের বিশৃংখলা হেতু মাথাব্যথায় **এন্টিম ক্রুড** উপকারী, তবে এন্টিমের জিহবা সাদা লেপাবৃত এবং ঠান্ডা স্নান হেতু মাথাব্যথা বাড়ে ● জিহ্বায় হলদে লেপ, তিক্ত স্বাদ, অরুচি, পিপাসাহীনতা লক্ষণে কোমল স্বভাবের নারীদের ক্ষেত্রে **আইরিস ভার্স** ভাল খাটে ● অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা সহ মাথায় ঠান্ডা প্রয়োগে আরাম পায় লক্ষণে **আর্সেনিক এল্বাম** উপকারী ● তীব্র কোষ্ঠবদ্ধতা, কাল শক্ত ডেলার মত মল সহ বমি ও বিবমিষা থাকলে **ভিরেট্রাম এল্বাম** ভাল।

## পিত্তরোগ জনিত মাথাব্যথা ঃ

● **স্যাঙ্গুনেরিয়ার** মাথাব্যথা মাথার পিছন দিক থেকে ওঠে মাথা বেয়ে ডান চক্ষুতে স্থির হয়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাড়ে, তীব্রতায় পিত্তবমি হয় এবং বমি হলে ব্যথার উপশম ঘটে। ● ডান দিকের মাথাব্যথায় আইরিস ভার্স, মাথা ব্যথাসহ বমিভাব ও বমি, তিক্ত বমি, ব্যথা শুরু হতে দৃষ্টি ঝাপসা লাগে, বমিতে ভুক্ত খাদ্য সহ সূত্রবৎ লালার ন্যায় ঝুলতে থাকে, অন্ননালীতে জ্বালা থাকে ● মাথাব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অতৃপ্ত মলবেগ, অনিয়মিত আহার বিহার জনিত রোগে **নাক্সভমিকা** ● মাথাব্যথা শুরুর সময়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়, তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে দৃষ্টি ফিরে আসে লক্ষণে **কেলি বাইক্রম,** তবে কেলি বাইক্রমের ব্যথা সর্দি সংশ্লিষ্ট ষ আইরিসে ব্যথা এক পার্শ্বে হয়, বমির পরে বুক গলা জ্বলে।

## স্নায়বিক মাথাব্যথা ঃ

● **চক্ষুর উপর অতিরিক্ত চাপ বশত ঃ** চোখ সহ ঘাড়ে ব্যথা, দৃষ্টির অস্পষ্টতা, মন্দ মন্দ কনকনানী, ব্যথা বাম নাক, কান এমনকি চিবুক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। উঁচুবালিশে মাথা রেখে বিশ্রামে, চাপনে, প্রচুর প্রশ্রাবে উপশম লক্ষণে **স্পাইজেলিয়া** অন্যতম। ● মাথার পিছন দিকে ব্যথা উঠে লক্ষণে **জেলসিসিয়াম** উপকারী, জেলসে মাথা ভারী, ডান পার্শ্বে ব্যথা অধিক টিপালেও উঁচু বালিশে শুলে আরাম পায়। ● কোলাহল, ঝামেলা, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতির অনুভবাধিক্য হেতু ব্যথা ও কোষ্ঠবদ্ধতায় অতৃপ্ত মলবেগ থাকে লক্ষণে **নাক্সভমিকা।** ● স্নায়বিক

প্রকৃতির মাথাব্যথা, জোরে বাঁধলে, ঠান্ডা দিলে উপশম, অতি মানসিক শ্রম, উত্তেজনা থেকে রোগ, গরমকাতর, খাদ্যবস্তু ঠান্ডা পছন্দ লক্ষণে **আর্জেন্ট নাইট** কার্যকর ● গরম কাতর কোষ্ঠবদ্ধ, তিক্ত ও লবণ প্রিয় সান্তনায় মেজাজ বৃদ্ধি লক্ষণে **নেট্রাম মিউর**।

## জরায়ু রোগ জনিত মাথাব্যথা ঃ

● জরায়ু ঘটিত উপসর্গসহ বা জরায়ু রোগ জনিত কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির মাথাব্যথা যদি চাপনে উপশম ও নড়াচড়ায় ব্যথা বৃদ্ধি পায়, তাহলে **সিমিসিফুগা** অব্যর্থ ● মাথায় হাতুড়ীর আঘাতের ন্যায় ব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখে, গরম সহ্য হয় না, ঠান্ডায় আরাম হলে **নেট্রাম মিউর** অন্যতম। ব্যথায় নড়াচড়া সহ্য হয় না, চোখ নাড়ালেও বৃদ্ধি পায় ● তীব্র মাথাব্যথা, অসহ্য ব্যথায় রোগী মরিয়া হয়ে ওঠে, গরম গরম ঘাম পড়ে লক্ষণে যে কোন মাথাব্যথায় **ক্যামোমিলা** ● দপদপানীযুক্ত প্রচন্ড মাথাব্যথায় যখন চেহারা আরক্তিম হয় এবং মাথায় উত্তাপ বোধ সহ শীতল বাতাসে খারাপ লাগে, মাথা আবৃত রাখতে চায় লক্ষণে **বেলেডোনা** কার্য্যকর। ● শরীর থেকে তেজষ্কর রক্তরস প্রভৃতির অপচয়ের কারণে মাথা ব্যথা, মাথা অত্যন্ত স্পর্শকাতর, চুলে হাত দেয়া যায় না কিন্তু জোরে চেপে ধরলে আরাম হলে চায়না অন্যতম। ● চায়নায় মাথার পিছন থেকে ব্যথা শুরু হয়ে সমস্ত মাথায় ছড়ালে রোগী অস্থির হয়ে শোয়া থেকে উঠে হাঁটতে বাধ্য হয়।

## রাগ, ক্রোধ, ঝগড়া জনিত কারণে মাথাব্যথা ঃ

● কোন রাগ ক্রোধ বা ঝগড়াঝাটি জনিত বা অপমান জনিত কারণে মাথাব্যথা হলে, প্রাতঃকালে এবং নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হলে, জোরে চাপনে উপশম হলে **ব্রাইওনিয়া** ● ক্রুদ্ধ স্বভাবযুক্ত ব্যক্তির অপমান বা ক্রোধ অবদমন হেতু মাথাব্যথা হলে **স্ট্যাফিসেগ্রিয়া** অন্যতম। ● ক্রোধ জনিত মাথাব্যথায় মাথা নাড়ে, ব্যথা যত নয় অসহিষ্ণুতা তার চেয়ে বেশী, শিশুর মত আচরণ করে এবং রোগ ও ওষুধকে কটু ভাষায় গালাগাল করে লক্ষণে **ক্যামোমিলা** ● ক্রোধ জনিত মাথাব্যথায়, মাথা জোরে চাপনে উপশম হলে কলোসিন্থ অন্যতম। ● মানসিক আঘাত, শোক, দুঃখ জনিত মনোকষ্টের কারণে মাথাব্যথা হলে এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়লে **ইগ্নেশিয়া** অন্যতম।

## সর্দিজনিত মাথাব্যথা ঃ

● নাকে পাতলা ক্ষতকারী জলবৎ সর্দি সহ কপালের হাড়ের ভিতরে টাটানি ব্যথা, আক্রান্ত স্থানে আঘাত করলে বা চাপনে নিকটস্থ অনেক স্থান ব্যাপী ব্যথা লাগে, তীব্র বেদনায় স্থির থাকতে না পেরে রোগী এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় লক্ষণে **ক্যালি আইওড**। ● নাসিকা ও কপালের সর্দি শুকিয়ে কপাল গহ্বরে বেদনা হয়, সর্দি যত শুকায় বেদনা তত বাড়ে, এই সাথে নাক জ্যাম থাকে, পুনরায় সর্দি স্রাব বের হলে মাথাব্যথা কমে লক্ষণে **স্টিক্টা**। ● সর্দি শুকিয়ে যে কোন চোখের উপরে বা কপালে বেদনা, সর্দি থাকলেও মাথাব্যথা থাকে, মোটা সোটা, ঘর্ম, প্রবল শীতকাতর রোগীতে **কেলি কার্ব**। ● কপালের অবিরত বেদনাসহ হাঁচিতে **স্টিক্টা**। ● আঠালো সূত্রবৎ সর্দি বের হলে ঠান্ডায় বেদনা বাড়লে বাতপ্রবন শীতকাতর রোগীতে **কেলি বাইক্রম**। ● সর্দি বন্ধ হয়ে মাথাব্যথা, সূর্য উঠার সাথে সাথে বেদনা বৃদ্ধি হয়, চাপনে ব্যথা হ্রাস

পায়, শব্দ, গন্ধ যাদের অসহ্য তাদের ক্ষেত্রে **নাক্স ভমিকা** কার্যকর ● সর্দি জনিত মাথাব্যথা সহ মাথায় পূর্ণতাবোধ যেন মাথা ফেটে যাবে, আবহাওয়ার পরিবর্তন, রাত্রে ও শয্যা তাপে বেদনা বৃদ্ধি হলে **মার্কসল** কার্যকর।

● চক্ষুর কাজ অতিরিক্ত করা হেতু মাথাব্যথায় নেট্রাম মিউর, রুটা প্রধান। ● চুল কাটার কারণে হলে **বেলেডোনা** ● অর্শরোগ সহ মাথাব্যথায় **নাক্স ভমিকা** ● কাম চিন্তা ও তৎ বিষয়ে দূর্বলতা হেতু মাথাব্যথা **এসিড ফস, সাইলিশিয়া** ● মাথাব্যথা নিদ্রাহীনতার কারণে **ককুলাস, নাক্স ভম** ● ডানদিকে মাথাব্যথা-স্যাঙ্গুনেরিয়া, চোলিডোনিয়াম, **আইরিস ভার্স**। ● বাম দিকে **আর্জেন্ট মেট, সিপিয়া, স্পাইজে, ল্যাকেসিস**। ● বেদনা আঙ্গুলের মাথা পরিমিত স্থানে হলে কেলি বাই ● মাথাব্যথা প্রাতে শুরু হয় **নাক্স ভমিকা** ● শুরু হয় ১০টায় **নেট্রাম মিউর** ● বিকাল ৪টায় মাথাব্যথা **মেলিলোটাস** ● ৪/৫ দিন অন্তর অন্তর মাথাব্যথা এমন **পিক্রিক** ● একদিন পর পর **চায়না** ● তিন দিন পর পর **ইউপেট পার্ফ** ● ৭ দিন অন্তর ব্যথা **স্যাঙ্গুনেরিয়া** ● সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ব্যথা থাকে **গ্লোনয়ন, নেট কার্ব** ● মাথাব্যথা সহ বমিভাব, কোষ্ঠবদ্ধতা **ল্যাকডি ফ্লোর** ● ঋতুস্রাবের পরে ও ঋতুস্রাব কালে **ক্রিয়োজোট, সিপিয়া** ● রৌদ্রের কুফলে মাথাব্যথা হলে **গ্লোনয়ন**।

## মাথাব্যথার সংক্ষিপ্ত রেপার্টরী ঃ

| | | |
|---|---|---|
| সূর্যোদয়ে বাড়ে সূর্যাস্তে কমে | ঃ | **স্যাঙ্গুনেরিয়া, নেট্রাম মিউর, গ্লোনয়ন।** |
| শীতল বাতাস লেগে মাথাব্যথা | ঃ | **বলেডোনা, আর্স-এল্ব, চায়না, সাইলি, নাক্সভম।** |
| শীতলতায় কমে | ঃ | **গ্লোনয়ন, ফস, নেট্রাম মিউর।** |
| মাথা জোরে কষে বাঁধলে কমে | ঃ | **আর্জেন্ট নাইট, সাইলি, পালস।** |
| মাথাব্যথায় দৃষ্টিলোপ করে | ঃ | **কেলি বাই, সাইক্লামেন, আইরিস ভার্স।** |
| স্কুল বালিকাদের মাথাব্যথা | ঃ | **ক্যাল্ক ফস, নেট্রাম মিউর।** |
| সর্দি জনিত মাথাব্যথা | ঃ | **হিপার সালফ, নাক্সভম, মার্কসল, কেলি আইওড।** |
| সর্দির কয়েকদিন পরে মাথাব্যথা | ঃ | **নেট্রাম মিউর।** |
| ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার পরে ব্যথা | ঃ | **ল্যাকেসিস।** |

● লেখাপড়া করলে ব্যথা বৃদ্ধি পায় **নেট্রাম মিউর,** ● চুলার গরমে মাথাব্যথা হলে **আর্নিকা মন্ট,** ● মাথায় গরম প্রয়োগে উপশম হলে **সাইলিশিয়া,** ● সকালে মাথাব্যথা **নেট্রাম মিউর,** দৈহিক পরিশ্রম জনিত মাথাব্যথা হলে **ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, সাইলি** ● কয়েকদিন স্থায়ী ব্যথায় **ফেরাম ফস,** ● প্রতিদিন একই সময়ে উঠে কেলি **বাইক্রম,** ● অন্ধকারে উপশম হলে **স্যাঙ্গুনেরিয়া, সাইলিশিয়া** ● মাইগ্রেণ এর ব্যথায় **আর্জেন্ট নাইট**, ল্যাক ডি ফ্লোর, সিপিয়া, **স্যাঙ্গুনেরিয়া, সাইলিশিয়া** প্রভৃতি অত্যন্ত কার্যকর। ● ব্যথার সময় বমি হয় **স্যাঙ্গুনেরিয়া ক্যান ও আইরিস ভার্স** ● প্রাতে ঘুম থেকে উঠতেই মাথাব্যথা হলে **ব্রাইওনিয়া, ল্যাক ডি ফ্লোর** ● আঘাত জনিত মাথাব্যথায় **নেট্রাম সালফ** ● মানসিক শ্রমে মাথাব্যথায় **সাইলিশিয়া** ● মাথার ভিতরে যেন ঢেউ খেলে লক্ষণে **সিপিয়া** ● গুরুপাক আহার জনিত মাথাব্যথায় **নাক্স ভমিকা** ● বৃষ্টিতে ভিজে বা আর্দ্র ঠান্ডা লেগে মাথাব্যথা হলে **রাসটক্স** ● গরম ঘরে মাথাব্যথা হলে **পালসেটিলা** ● কাগজের খস খস শব্দে মাথাব্যথায় **থেরিডিয়ন** ● প্রচন্ড রৌদ্রতাপে সানস্ট্রোক হলে **গ্লোনয়ন**

● মেঘলা আকাশে মাথাব্যথা হলে **ডালকামরা, রাসটক্স** ● সবমন মাথাব্যথা হলে **আইরিস ভার্স** ● ঠান্ডা স্নানে মাথাব্যথা হলে **এন্টিম ক্রুড** ● পেট গরম হয়ে মাথাব্যথা হলে **এন্টিম ক্রুড** ● চা পানে মাথাব্যথা হলে **থুজা** ● মাথাব্যথায় সংজ্ঞাহীনতায় **নেট্রাম মিউর** ● তামাক সেবনে মাথাব্যথা হলে **নেট্রাম আর্স** ● শীতকালে মাথাব্যথা হলে **সালফার** ● মাথায় শীতল বাতাস লেগে ব্যথা হলে **হিপার সালফ** ● মদ্যপান হেতু মাথাব্যথায় **জিঙ্কাম মেট** ● মাথাব্যথায় গরম দিতে চায় **অরম মেট, সাইলিশিয়া** ● সর্দি বন্ধ হয়ে মাথাব্যথা হলে **ব্রাইওনিয়া, নেট-মি, এলুমিনা** ● লেখাপড়া করলে ছাত্রদের মাথাব্যথা হলে **এসিড ফস**।

## মাথার খুলিতে অর্বুদ ঃ

● মাথার খুলিতে চামড়ায় ছোট ছোট টিউমার এবং উহাতে বেদনা হলে **কেলি আইওড** ● ব্যথাবেদনাহীন পাথরের ন্যায় শক্ত টিউমারে **ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোর** ● হাল্কা পাতলা লম্বা গড়নের রোগীর মাথায় টিউমারে **ক্যাল্কেরিয়া ফস** ● মাথায় কোমল ও নরম অস্থি অর্বুদে **আর্জেন্ট মেট** ● কামাতুর, প্রচন্ড গরম কাতর রোগীতে **এসিড ফ্লোর** ● ঘর্ম প্রবন, লালাস্রাব ও প্রচুর পিপাসাযুক্ত রোগীর মাথায় টিউমারে **মার্ক সল** ● সোটা মোটা শক্ত সমর্থ গড়নের চর্মরোগ প্রবন, শীতকাতর ও কোষ্ঠবদ্ধ ধাতের রোগীতে গ্রাফাইটিস ● সাইকোটিক ধাতুর ব্যক্তি, আর্দ্র আবহাওয়ায় যারা অসুস্থ হয় তাদের ক্ষেত্রে **থুজা** অন্যতম।

*বায়োকেমিক ঃ ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোর ৬ এক্স থেকে উচ্চতর ক্রম ভাল, মাথার হাঁড় ও দৈহিক গঠন হালকা পাতলা হলে ক্যাল্কেরিয়া ফস অন্যতম।*

## মাথায় অস্থিক্ষত ঃ

● বিষণ্ন, নৈরাশ্য, ঠান্ডায় ও রাত্রিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেলে অস্থিক্ষতে **অরম মেট** ভাল খাটে ● প্রশ্রাব, ঘর্ম ও স্রাবে ঝাঁঝাল দূর্গন্ধ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বা চর্মের সন্ধিস্থলের ক্ষতে কাঁটা ফুটা অনুভূতি থাকলে **এসিড নাইট** ● লম্বা, পাতলা, একহারা সৌষ্ঠব মন্ডিত গড়নের ব্যক্তি বিশেষ, শীত কাতর তবে শীতল পানীয় চায়, অপরের দ্বারা সম্মোহিত হতে চায় লক্ষণে **ফসফরাস** ● মাথায় দূর্গন্ধ ঘর্ম হয়, মাথায় অত্যন্ত ঠান্ডা লাগে, দূর্বল প্রকৃতির জীর্ণ শীর্ণ রোগী, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢতার অভাব আছে এমন রোগীর মাথায় অস্থিক্ষতে পাতলা দূর্গন্ধ পুঁযে **সাইলিশিয়া** কার্যকর ● পূঁয প্রবন ধাতু, শীতকাতর, ক্ষতের বেদনা স্পর্শকাতর হলে **হিপার সালফ** ● কোষ্ঠবদ্ধ ও গরমকাতর, হাল্কা পাতলা গড়নের রোগীতে **নেট্রাম মিউর** কার্যকর।

*বায়োকেমিক ঃ ক্যালকোরিয়া ফ্লোর, ক্যালকেরিয়া ফস, সাইলেশিয়া প্রধান, ক্ষতে ঘনপুঁয হলে সাইলেশিয়া ৬ এক্স উত্তম। ৪ বড়ি করে দিনে ৪ বার।*

## মাথা ঘোরা ঃ

● মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হেতু মাথা ঘুরানীতে **পালসেটিলা** ● বৃদ্ধদের স্নায়রিক মাথাঘোরায় **এম্ব্রাগ্রিসিয়া** ● পেট গরম হয়ে মাথা ঘুরালে **নাক্সভম** ● মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হেতু মাথা ঘোরানীতে **কোনিয়াম** ● নড়াচড়ায় মাথা ঘুরায় লক্ষণে ব্রাইওনিয়া ● সর্বরোগে শিরোঘূর্ণন উপসর্গটি বর্তমান থাকলে **মেডোরিনাম** ● মাথা ঘুরানীতে শুইতে বাধ্য হলে **পালসেটিলা** ● ঘুম থেকে জাগ্রত হলে মাথা ঘুরালে **ল্যাকেসিস** ● সন্ধ্যায় মাথা ঘুরালে **আর্সেনিক** ● রাত্রে ঘুম

**নাক্স ভম** ● উচ্চস্থানে উঠলে মাথাঘুরে **ক্যাল্কেরিয়া কার্ব** ● শোয়াবস্থায় মাথাঘুরালে **কোনিয়াম** ● বেশি দৃষ্টি খাটালে মাথা ঘুরে **নেট মিউর** ● মাথায় আঘাত জনিত শিরোঘূর্ণনে **নেট্রাম সালফ** ● ঋতুস্রাব বন্ধ থাকলে মাথা ঘুরালে **সাইক্লামেন** ● গর্ভকালে মাথা ঘুরালে **নেট্রাম মিউর** ● অনিদ্রা হেতু মাথা ঘুরালে **নাক্স ভম** ● নৌকা চড়লে মাথা ঘুরালে **ককুলাস ইন্ডিকা** কার্যকর।

*বাইওকেমিক ঃ ক্যালি ফস ৬ এক্স অন্যতম। রক্তহীন রোগীর মাথা ঘোরায় নেট্রাম মিউর ৬ এক্স চার বড়ি করে দিনে চার বার।*

## মাথায় খুশকী ঃ

● খুশকীর প্রধান ওষুধ **নেট্রাম মিউর** ● সাদা সাদা খুশকী শুষ্ক **নেট্রাম মিউর ও থুজা** ● প্রচুর পরিমাণে খুশকী হলে **ফসফরাস**। ● মাথায় আর্দ্র প্রকৃতির খুশকী হলে ও চুলকানি থাকলে **সোরিনাম** ● চুলের ধারে ধারে শুষ্ক প্রকৃতির উদ্ভেদ হলে **নেট্রাম মিউর** ● মাথায় পুঁয যুক্ত চুলকানি বিহীন ছোট ছোট উদ্ভেদ হলে **মার্ক সল** ● মোটা মামড়ী যুক্ত ঘনপুঁয উদ্ভেদ হলে **গ্রাফাইটিস** ● মাথায় ঘাম সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ হলে **ক্যাল্কেরিয়া কার্ব** ● পুরাতন প্রকৃতির খুশকীতে ১৫ দিন অন্তর উচ্চ ক্রমের **ব্যাসিলিনাম** একমাত্রা ● প্রচন্ড চুলকানি সহ জ্বালা যুক্ত খুশকীর জন্য **সালফার** অন্যতম। ● মাথার উদ্ভেদের পুঁযে চুলে জটা বেঁধে গেলে **বোরাক্স** দেয়া হয়। পুরাতন ক্ষেত্রে ২/৩ দিন রেডিয়াম ব্রোম দিনে ১ মাত্রা এবং সপ্তাহে ১ মাত্রা **ব্যাসিলিনাম** খেলে উপকার হয়।

*বাইওকেমিক ঃ পুঁয যুক্ত খুসকি হলে কেলি সালফ ও ক্যালকেরিয়া সালফ ভাল। শুষ্ক খুসকী হলে নেট্রাম মিউর ক্যালকেরিয়া ফস ও হলদে খুসকীতে কেলি সাল্ফ ভাল। ৪ বড়ি করে দিনে ৪ বার।*

## মাথা উত্তপ্ত ঃ

● প্রাতঃকালে মাথা গরম থাকলে **নাক্স ভম** ● মাথা উত্তপ্ত ও জ্বালা, শীতল জল প্রয়োগ আরাম পেলে **এপিস মেল** ● মাথা গরম, ঠান্ডা দিতে চায়না লক্ষণে **বেলেডোনা** ● মাথা গরম পা ঠান্ডা **ক্যাল্কেরিয়া কার্ব** ● মাথায় জ্বালা শীতলতায় উপশম, রেশম কোমল চুল বিশিষ্ট হালকা পাতলা লম্বা গড়নের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে **ফসফরাস** ● মাথা গরম ঠান্ডা দিতে চায়, কিন্তু স্নানে অনীহা থাকলে **সালফার** ● ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার পরে মাথায় জ্বালা হলে **ল্যাকেসিস** ● বাতপ্রবন লোকের মাথার জ্বালায় **মেডোরিনাম** অন্যতম।

*বাইওকেমিক ঃ ক্যালকেরিয়া ফস ৬ এক্স, ফেরাম ফস ৬ এক্স পর্যায়ক্রমে ব্যবহারে উপকার হয়।*

## মাথায় ঠান্ডা বোধ ঃ

● মাথায় ঘাম সহ বরফের ন্যায় ঠান্ডা বোধ করলে **ক্যাল্কেরিয়া কার্ব** ● মাথার শীর্ষস্থানে ঠান্ডাবোধ হলে **ক্যাল্কেরিয়া ফস** ● মাথায় শীতল বাতাস অসহ্য সহ ঠান্ডা বোধ হলে **হিপার সালফ ও সাইলিশিয়া** ● ঠান্ডা বাতাসে ভ্রমন কালে মাথায় ঠান্ডা বোধ হলে **কার্বো ভেজ** অন্যতম। তাছাড়া **এগারিকাস**ও খাটে।

*বাইওকেমিক ঃ ● নেট্রাম মিউর ও সাইলিশিয়া প্রধান। ৪ বড়ি করে দিনে ৪ বার।*